বিপন্নতাদ্বয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

সেটা ছিলো সম্ভবত ডিসেম্বর মাস। দুপুরের দিকে। আমার জানলা দিয়ে রাস্তায় চোখ রাখতে গিয়ে সামনের একটা বাড়ির জানলায় দেখলাম ওকে। ওই প্রথম - মরিয়াম। চোখ পড়তেই প্রথমে অস্বস্তি। চোখ সরাতে হয় – মেয়েটা ব্রা ছাড়ছে। তারপর চোখ ফেরে আবার। সে একটা নতুন জামা পড়ছে। লাল। স্যাটিনের? বান্ধবীকে দেখায়, আয়নায় আঁটোসাঁটো হয়। মুক্তিকামী। আরো প্রকাশিচ্ছুক। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। আজ কোথাও কোনো একটা নাচের পার্টি আছে মনে হয়। ওরা যাচ্ছে।

সরাকে দেখি পরের দিন দুপুরে। প্রায় ওই একই সময়ে, প্রায়ান্ধকারে। ট্যাক্সি থেকে নামছে সে, নাকি আঁধার থেকে! খুব ভালো দেখা যায়না ক্লিনিকের সামনেটা। সেখানে এমনিতেই সাঁঝবেলায় খুব কম মেয়েকে ঢুকতে দেখা যায় একা। একা, কিন্তু সত্যি একা সে কি? না একক, একাকী! সরা কথা বলছে রিসেপশানে। আর তুলে দেখার মুখে সন্দেহ মেঘ হচ্ছে; প্রথমে একজন; তারপর ডাক্তার... সরা কী বিশ্বাসভাজন?

ডান্স-পার্টিতে বান্ধবীদের সাথে উচ্ছল মরিয়াম, কিন্তু অদূরে একটা দাড়িওলা ছেলে ওকে দেখছে দেখলাম। মানে, সে ভালোরকম ঝারি করে, বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে। মরিয়াম বুঝেছে, ওর বান্ধবীরাও। ঠাট্টা-ফাট্টা চলে, আবার হেলায় সে একাও হয়ে গেল, তখন দেখি ইউসেফ ওকে ফলো করছে। দাঁড়িয়ে কথা বলে, তারপর বাইরে বীচের দিকে... ; না, না ছেলেটা মোটেই খারাপ নয়, অন্তত ভাবভঙ্গি দেখে একেবারেই মনে হয়না। প্রথম প্রেম? হতেই পারে! কিন্তু এরপরেই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। দুটো লোক এসে ওদের ঘিরে ধরে, কার্ড দেখায়, পুলিশ? পাগল! না, তাই তো, পুলিশ, প্লেন ড্রেসের পুলিশ ... তারপর কিছুক্ষণ দেখতে পাইনা মরিয়ামকে তো বটেই, ইউসুফকেও। একটা ট্যাক্সি বা কালো গাড়ি – তার মধ্যে ধস্তাধস্তি চলে...। কিন্তু তাই কি? বড় অন্ধকার... ক্যামেরা কিন্তু থামেনা, থামছেনা... গড়িয়ে চলেছে সেই পরিচ্ছেদের শেষ লাইন অব্দি...

নয় মানবশত্রু। প্রশ্নশত্রু। অনেক অনেক প্রশ্নের সামনে পড়ে গেছে উনিশ বছরের সরা। সে মেট্রনের কানে কানে বলেছে সে ধর্ষিতা। যে ট্যাক্সি নিয়েছিলো বান্ধবীর বাড়ি থেকে, তারই চালক। এখনো অনবরত রক্ত পড়ছে তার। মেট্রন যা বেসকরকারী ক্লিনিকের নিয়ম, তাই মেনে চলে। কোনো নির্দয়তার মোকাবিলা সরাকে করতে হয়নি। বাড়ির লোককে খবর দেবার নিয়ম, ফর্মে সই করার ব্যাপারে। সরা ভাইকে ফোন করে ক্লিনিকের ফোন থেকে। ডাক্তার দেখেছেন এর পর। মেট্রন ঘর ছাড়তেই সরাকে পরীক্ষা করে বলেছেন যোনির কাছে একটা কাটা আছে, সেটা ধর্ষণ থেকেই যে, বলা যায়না; সে যাইহোক, একটা ছোট সার্জারি করতে হবে, না হলে রক্ত বন্ধ হবেনা। কিন্তু সরার পরিচয়পত্র কই? ভাই? ভাই আসে। এসেই তার উষ্মা উন্মুক্ত মেট্রনের ওপর, কিন্তু আড়ালে ওরা দুজন সরে গেলেই, বাক্যালাপে জানতে পারি ওটা ভাই হামেদের অভিনয়। অতি-অভিনয়, তাই সরা তাকে বকে। হামেদ আসলে 'ভাই' নয়, সম্ভবত প্রেমিক বা ঘনিষ্ঠ পুরুষবন্ধু । পরিচয়পত্র কই? না থাকলে মেয়ের অভিভাবকদের প্রয়োজন, এছাড়া বেসরকারি ক্লিনিকের হাতবাঁধা। এগিয়ে আসে হামেদ, ও নিরেট, অসহায়ক প্রতিরোধকে বোঝাতে চেষ্টা করে পরিচয়পত্র নিয়ে কেই বা রাতের ট্যাক্সিতে একা উঠে ধর্ষিতা হয়। বিপদের শ্বাপদ হাঁ-য়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে কে চায় সার্কাস-নর্তকী হতে? আর সরা তেমন মেয়ে নয়, সে তার গোটা দেশের মত মেয়ে – একজন, একাকী, সবাই।

মরিয়াম ছুটছিলো, তার পেছনে তখন ধর্ষকদের গাড়ির তাড়া। ইউসেফও অন্য কোন একটা দিকে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে মরিয়াম ইউসেফকে দেখতে পায়। সে ছুটে এসেছে।

যে কান্নায় ভেঙে মরিয়াম দাঁড়াতে পারছেনা, এখন সেটা কলঙ্কের নয়, অসহায়তার নয়, ভয়ের। কোথায় যাবে সে? একটা ক্লিনিক পেয়ে ঢুকে পড়ে। রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে। সেই চিরাচরিত প্রশ্ন – আই ডি কোথায়?

মরিয়াম কে? সে কি সরার পরিচিতা? নাকি সেইই সরা?

ক্লিনিক থেকে বেরয় ওরা। একটা হাসপাতাল পায়, সেখানে যায়।

- আই ডি?
- আই ডি সঙ্গে নেই।
- তাহলে তো আমরা কিছু করতে পারবো না।

তাড়া খাওয়া মরিয়াম একটা পড়ে থাকা কাঠ তুলে নেয় আত্মরক্ষার্থে

সরা, হামেদ, ক্লিনিক থেকে সন্তর্পণে পালাচ্ছে। হামেদের গাড়ি আছে সঙ্গে। কনকনে শীত, মুখের কথা শীতার্ত বাতাসকে বাষ্পায়িত করে। সরার মুখ করুণ থেকে করুণতম, রক্তপড়া নির্ঝর, নিরন্তর। তবু তার চোখ শুকনো, যতদূর সম্ভব দুজনে সুস্থতা খুঁজছে। চলছে পরিকল্পনা, বেশিরভাগটাই নিঃশব্দে। নেপথ্যে প্রায় কোনো আবহসঙ্গীত নেই। সরা মাকে ফোন করে জানিয়েছে সে বান্ধবীর বাড়ি থেকে বাস ধ'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ফিরছে।

ওরা একটা সরকারী হাসপাতাল পায়, ঢুকে পড়ে। এবার হামেদ আর ভাই নয়, আসল পরিচয়ে। কিন্তু পরিচয়পত্র চাই, নয় মেয়ের বাবাকে। এছাড়া সার্জারি কেন ভর্তি হওয়াও অসম্ভব। রিসেপশনিস্ট 'রেপ' ঠিক বিশ্বাস করেনা হয়তো, প্রেমিকের দুষ্কৃতি মনে করাটাই স্বাভাবিক। সে পরিষ্কার বলে এখানে সুবিধে হবেনা, বেসরকারি হাসপাতালেই যেতে হবে। রাত বিলম্বিত হচ্ছে।

লোকটা, মহিলাটা, সবাই মরিয়ামের পোশাক দেখে। এত খোলা কেন? আর ছেঁড়া? আর কী দেখানোটাই বা বাকি রইলো – মূকদৃষ্টির এই অনুক্ত প্রশ্ন। ওরা দুজনেই বলে - আই ডি কার্ড হারিয়ে গেছে, কালো গাড়ির মধ্যেই কোথাও। সেই গাড়িতেই রেপ হয়েছে। করেছে দুটো পুলিশের লোক।

- কী বলছেন! ওদের কাছেই ফিরে গিয়ে আই ডি উদ্ধার করতে হবে?
- সে আপনারা যা করবেন। কিন্তু পুলিশে রিপোর্ট করতে হবে। রেপ কেস। এমনি ভর্তি হবেনা।
- মানে? যারা রেপ করেছে তাদের গিয়ে বলবো? যে আমার আই ডি-টা দিন? ওই গাড়ি থেকে খুঁজে বের করে দিন! আমার রিপোর্ট লিখে দিন যে আপনাদের ওই দুজন আমাকে রেপ করেছে, যাতে আপনারা ওদের 'খুঁজে বের ক'রে' হাজতে পুরতে পারেন! আর হাসপাতাল যাতে আমার পরীক্ষা করে! কী বলছেন! এর মানে কী!

হাসপাতালের প্রথম বিশেষজ্ঞ ওপর থেকে মরিয়ামকে দেখে নেন। গায়ে আঁচড় নেই, হাত-পা ভাঙেনি। মারের দাগ নেই কোথাও। বলে - সব তো ঠিকই লাগছে। না না, রেপের কোনো প্রমাণই নেই।

তৃতীয় হাসপাতাল বেসরকারি। সরার বিমর্ষতা, ক্লান্তি, অবসন্নতা, রক্তপড়ার নিরবচ্ছিন্নতা একটা অন্যটার ঘাড়ে চড়েছে। সে হামেদের থেকে নিয়ে একটা সিগারেট খায় হাসপাতালের স্মোক-রুমে। এ হাসপাতাল অন্যদের মতোই সদয়, কিন্তু নিরুপায়। ওরা বলে অন্তত একটা ড্রিপ তারা দিতে পারবে সরাকে যাতে ওর রক্তচাপটা অন্তত বেড়ে স্বাভাবিক হয়। কিন্তু সার্জারি সম্ভব নয়। বাড়ির সাথে যোগাযোগ করার চাপ বাড়ছে; একসময় হামেদ সরাকে, স্যালাইন-বোতল শুদ্ধু তুলে নিয়ে পালায়। গভীর রাতে কোনো একটা উঁচু জায়গা বা বাড়ির ছাদের রডে স্যালাইনের বোতল ঝুলিয়ে ড্রিপ শেষ করে। তারপর এক বান্ধবীকে ফোন করে সরা।

সরার রক্তচাপ মাপে ডাক্তার

দুই বিপর্যস্তা, ধর্ষিতা নারী, দুই শহর, দুই রাত্রি। আর তাদের সঙ্গী পুরুষ দুটি - যারা সাবেকী অতীতের নির্মম স্বার্থপর গড়পড়তা পুরুষচরিত্র নয়। তারা প্রেমিকার সঙ্গে থাকে আগাগোড়া। নানারকমের পরিকল্পনা করে, বিপদ থেকে বার করে আনতে চায় মেয়েদুটিকে। ভুলও করে, কখনো আক্রমণাত্মক হয় কতৃত্বের ওপর, কখনো তর্কে মেজাজ হারায় বান্ধবীর সাথে। কিন্তু তারা প্রেমিকার দুর্ভাগ্যের সঙ্গ ছাড়েনা। গোটা রাত জুড়ে একটা লড়াই চলে দু শহরে - কানুন, আমলাতন্ত্র, হাসপাতাল ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে। এমন বলা যাবেনা, বিশেষ করে সরা-হামেদের ক্ষেত্রে, যে তাদের দুর্নীতির ফাঁদে পড়তে হয়েছে। যেমন মরিয়াম-ইউসেফকে হয়েছে। কিন্তু সমাজনীতির হৃদয়হীনতার চাবুক পড়েছে তো বটেই। প্রশাসনের নিয়মাবলির মধ্যে সেঁধিয়ে, তাকে পাল্টে, তার মধ্যে হৃদয়বত্তা জাগানোর সংগ্রাম মেয়ে দুটিকে নিয়তিতে সহোদরা করেছে।

ডাক্তারি পরীক্ষা চলছে মরিয়ামের

মরিয়াম আল ফরজানির দেশ সবে একনায়ক বেন-আলিকে তাড়িয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন গণতন্ত্র এনেছে। কিন্তু আইনের রক্ষকের বিচার কোনোদিন আদালতে হয়নি। জনতা এমনটা কখনো কল্পনাও করেনি। শেষ পর্যন্ত তাই হলো, তবে সেটা ছবির মরিয়ামের গল্পে ঘটেনি, ছবির বাইরের যে, তার জীবনে হয়। আদালত পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করে। নব গণতন্ত্রকে পোক্ত করে। ছবির যে মরিয়াম, সে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে একাই, ন'টা পরিচ্ছেদে - যে পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটা একটানা লম্বা একটাই দৃশ্য; আর মরিয়ামের সে লড়াই এতটাই জোরালো ও অনিশ্চয়তাক্রান্ত, পর্দা থেকে একচুল চোখ সরেনা। শেষের দিকে সে একা হয়ে যায় কারণ ইউসেফকে জেলে পোরা হয় তার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, তাকে মারা হয় জেলের ভেতরে। আর মরিয়ামকে বলা হয় বাড়ি ফিরে যেতে আর নয়তো বাবাকে ডাকতে। সে বাড়িতে জানাতে চায়না, একা মেয়ে তার স্বাধীনতাকে ধ'রে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। সে ধর্ষিতা, পুলিশকে পুলিশের বিরুদ্ধেই তার কেস রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

সরার অসহায়তা অবরুদ্ধ বোতলের ছিপির মতোই ছবির আগাগোড়া সেঁটে থাকে তার মুখে। তবে শেষ পর্যন্ত সে উদ্ধৃত হয়, বেশ কিছু টাকা ঘুষ নিয়ে শেষ পর্যন্ত এক ডাক্তার ছোট সার্জারিটা করে, ওষুধপথ্য দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়েই কি সে ফিরে যাবে? না মা-বাবার কাছে? হামেদ তো তাই চায়, কিন্তু সরা চায়না। সে একাই রয়ে যেতে যায় তার দুর্ভাগা তবু স্বাধীন একাকীত্বে, তার নিজের নিয়তির কাছে। রাত তখন সবচেয়ে ঘন, হামেদের গাড়ির তেল ফুরোয়। সে তেল খুঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দেখে গাড়িতে কেউ নেই। ব্রিজ যেমন ফাঁকা ছিল তেমনই, সেখান থেকে কেউ নিচে ঝাঁপ দেয়নি, তবু সরা নেই। কোথাও নেই, তার ফোনও বন্ধ। বাজেনা।

রাতের শীতব্রিজের ওপর তেলবিহীন গাড়িতে একা সরা

এতটা বলা হলো কিন্তু বলা হলোনা তো শহরের নাম, দেশের নাম, সমাজের নাম। কোন দুটি শহর? কোন দুটি দেশ? নাকি একই শহর, একই দেশ! কে যেন জিজ্ঞেস করে একটু কায়দা ক'রে, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটা গানের পংক্তি একটু ঘুরিয়ে নিয়ে - এ কোন দেশ রাতের চেয়েও অন্ধকার?

উত্তর আসেনা কিছুক্ষণ। তারপর নৈঃশব্দ্য সাড়া দেয় … প্রথমে

ভারত

চিলে

…
…
…
…
…
…
…
…
…

একশো ছাব্বিশ পংক্তি পেরিয়ে যায় আস্তে আস্তে …

স্থিরচিত্রঃ Kanopy

Copyright © 2020 Atyanil Mukherjee, Published 31st Dec, 2020.

মরিয়াম-সূত্র
আলা কাফ ইফ্রিৎ (বিউটি অ্যান্ড দ্য ডগস), ২০১৭
পরিচালিকা- কৌটার বেন হানিয়া
মরিয়াম - মরিয়াম আল ফেরজানি
ইউসেফ- গানেম জ্রেলি

সরা-সূত্র
নপাদিদ শোদান (ডিস্যাপিয়ারেন্স), ২০১৭
পরিচালক- আলি আসগরি
সরা - সদাফ আসগরি
হামেদ- আমির রেজা রঞ্জবরান